সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৬, ১৯৯৬

৮ম খন্ড-- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৬ ও ১৭তলা)
১০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৬ ইং/১১ই বৈশাখ ১৪০৩ বাং

এস, আর, ও, নং ৫৯-আইন/৯৬-সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, নিম্নলিখিত [১][বিধিমালা] প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।-এই [১][বিধিমালা] সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) [১][বিধিমালা], ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই [১][বিধিমালায়]-

(ক) ''আইন" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(খ) "''আবেদন" অর্থ মার্চেন্ট ব্যাংকার সার্টিফিকেট বা, ক্ষেত্রমত, পোর্টফোলিও ম্যানেজার সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন;

(গ) ''ইস্যু" অর্থ সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গণপ্রস্তাব এবং কোন ব্যক্তি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর;

(ঘ) ''করপোরেট উপদেষ্টা" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি ইস্যুর পরিমাণ, ধরন, প্রয়োজনীয়তা বা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইস্যুকারী কোম্পানীকে পরামর্শ প্রদান করেন;

[১][(ঘঘ) ''তদারকী কর্মকর্তা (Compliance Officer)" অর্থ মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত তদারকী কর্মকর্তা;]

---

[১] প্রবিধানমালা শব্দটি বিধিমালা দ্বারা প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঙ) ‘‘পোর্টফোলিও” অর্থ কোন ব্যক্তির সমুদয় সিকিউরিটিজ;

[১][(চ) ‘‘পোর্টফোলিও ম্যানেজার (portfolio manager)” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি, নিজস্ব পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি, মক্কেলকে তাহার সিকিউরিটিজ বা তহবিল ব্যবস্থাপনা ও এতদসংক্রান্ত প্রশাসনে উপদেশ দিয়া থাকেন, বা মক্কেলের পক্ষে সিকিউরিটিজ বা তহবিলের ব্যবস্থাপক হন, বা মক্কেলের সিকিউরিটিজ বা তহবিল প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন;]

(ছ) ‘‘পরিদর্শক” অর্থ [২][বিধি] ৩২ এর অধীন নিযুক্ত পরিদর্শক;

(জ) ‘‘ফরম” অর্থ এই [৩][বিধিমালার] সহিত সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট ফরম;

(ঝ) ‘‘ব্যক্তি” অর্থে কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, [৪][কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানও;] অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[৫][(ঞ) ‘‘মার্চেন্ট ব্যাংকার” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি এই বিধিমালার অধীন করপোরেট উপদেষ্টা, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, অবলেখক এবং/অথবা ইস্যু ব্যবস্থাপক হিসাবে যাবতীয় কাজ করার জন্যে নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হইয়াছেন;

(ট) ‘‘সার্টিফিকেট” অর্থ এই [৩][বিধিমালার] অধীন কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত মার্চেন্ট ব্যাংকার বা, ক্ষেত্রমত, পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সনদপত্র[৬];

(ঠ) “পরিচালনা পর্ষদ” অর্থ মার্চেন্ট ব্যাংকারের পরিচালনা পর্ষদ;

(ড) “ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও” অর্থ মার্চেন্ট ব্যাংকারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও (Chief Executive Officer)।]

[৭][২ক। **আদেশ বা নির্দেশ পরিপালন**।-এই বিধিমালায় উল্লিখিত পরিপালনীয় বিধানসমূহ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ পরিপালন হিসাবে গণ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, এই বিধিমালার অধীন সময় সময় অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশ ও জারী করিতে পারিবে।]

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন-০৩/১৪, তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/এলএসডি/(আঃসঃ)/২০০৩/১২২/প্রশাসন-০৩/১২ তারিখঃ ২৬শে জানুয়ারী ২০০৬ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

[৩] প্রবিধানমালা শব্দটি বিধিমালা দ্বারা প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৫] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/এলএসডি/(আঃসঃ)/২০০৩/১২২/প্রশাসন-০৩/১২ তারিখঃ ২৬শে জানুয়ারী ২০০৬ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে,

[৬] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/১২১/প্রশাসন/৩৬ তারিখ ডিসেম্বর ২০, ২০১১ এর দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে যাহা জানুয়ারি ১১, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৭] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন-০৩/১৪, তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট, ইত্যাদি

৩। **নিবন্ধন সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে মার্চেন্ট ব্যাংকার কাজকরণ নিষিদ্ধ**।-এই [১][বিধিমালার] অধীন কমিশনের নিকট হইতে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসাবে কাজ করিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই [১][বিধিমালা] প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিয়া থাকিলে, উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি মার্চেন্ট ব্যাংকার পেশায় নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।

[১][৩ক। নিবন্ধন মঞ্জুরীর অযোগ্যতা।-(১) কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার এর দরখাস্ত নিবন্ধন মঞ্জুরীর জন্য যোগ্য হইবে না, যদি-

(ক) উহা কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান না হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল মার্চেন্ট ব্যাংকার ইতোপূর্বে কোম্পানি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা নহে এমন কোন প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদেরকে অত্র সংশোধনী গেজেটে প্রকাশের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোম্পানিতে রূপান্তরিত হইতে হইবে;

[২][(খ) উহার পরিশোধিত মূলধন ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত এবং সার্বক্ষণিক নীট সম্পদ পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ না হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) কোন আবেদনকারী, অবলেখন (underwriting) এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন ইস্যু ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হইতে আগ্রহী হইলে, তাহার ন্যূনতম ২.৫০ (দুই দশমিক পাঁচ) কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন থাকিতে হইবে এবং সনদপ্রাপ্ত ইস্যু ম্যানেজারের ক্ষেত্রে, অত্র সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ হইবার ১ (এক) বছরের মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ২.৫০ (দুই দশমিক পাঁচ) কোটি টাকায় উন্নীত করিতে হইবে;

(আ) কোন আবেদনকারী ইস্যু অবলেখন (underwriting) করিতে আগ্রহী হইলে, তাহার ন্যূনতম ১২.৫০ (বার দশমিক পাঁচ) কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন থাকিতে হইবে, এবং সনদপ্রাপ্ত অবলেখকের ক্ষেত্রে, অত্র সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ হইবার ১ (এক) বছরের মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ১২.৫০ (বার দশমিক পাঁচ) কোটি টাকায় উন্নীত করিতে হইবে;

(ই) কোন আবেদনকারী পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, ইস্যু ব্যবস্থাপনা এবং অবলেখন (underwriting) করিতে আগ্রহী হইলে, তাহার ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন থাকিতে হইবে এবং সনদপ্রাপ্ত ইস্যু ম্যানেজার, অবলেখক এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর ক্ষেত্রে, অত্র সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ হইবার ১ (এক) বছরের মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকায় উন্নীত করিতে হইবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন অবলেখক তথা মার্চেন্ট ব্যাংকার কোন সময়ই তাহার মূলধনের অর্থাৎ পরিশোধিত মূলধন ও ফ্রি রিজার্ভ (revaluation reserve ছাড়া) এর পাঁচগুণের বেশী অবলেখন করিতে পারিবে না, এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজার তথা মার্চেন্ট ব্যাংকার (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতিত) কোন সময়ই মূলধনের, অর্থাৎ পরিশোধিত মূলধন ও ফ্রি রিজার্ভ (revaluation reserve ছাড়া) এর, পাঁচগুণের বেশী পোর্টফোলিও তহবিল ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে না।" ।]

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/১২৭/প্রশাসন/৪২ তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০১২ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা মে ২৭, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) কমিশনের বিবেচনায় পুঁজিবাজার বা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে দরখাস্তটি বিবেচনার অবকাশ না থাকে;

(২) কমিশন, জনস্বার্থে, উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলীর যে কোনটি যে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকারের ক্ষেত্রে শিথিল করিতে পারিবে।" ।]

৪। **সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন।-** (১) মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের জন্য ফরম 'ক' এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) পে অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে আবেদন ফি বাবদ কমিশন বরাবরে অফেরৎযোগ্য [১][১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা] জমা না করিলে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) আবেদন ফরম এর চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি যথাযথভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ বা, ক্ষেত্রমত, সরবরাহ না করিলে বা এই [২][বিধিমালার] অন্যান্য শর্ত পূরণ করা না হইলে আবেদন বাতিলযোগ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদন বাতিল করার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে আপত্তিগুলি দূর করার জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(৪) কোন আবেদন নিষ্পত্তির সুবিধার্থে কমিশন আবেদনকারীকে আবেদনের সহিত দাখিলকৃত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য বা সরবরাহকৃত কোন তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে বা আবেদনকারীকে বা তাহার পক্ষে ব্যক্তিগত বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতে পারিবে।

৫। **সার্টিফিকেট মঞ্জুর করণের জন্য কতিপয় বিবেচ্য বিষয়।-** [৩][(১)] মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরকরণের জন্য কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তদন্ত ও বিবেচনা করিবে, যথাঃ-

(ক) আবেদনকারীর ব্যবসায়ের স্থান, অফিস ইত্যাদি;

(খ) মার্চেন্ট ব্যাংকার কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত লোকবল এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তাহাদের অভিজ্ঞতা;

(গ) মূলধনের পর্যাপ্ততা;

(ঘ) আবেদনকারী বা তাহার কোন [৪][পরিচালকের] ঋণ গ্রস্থতা, সিকিউরিটিজ মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় আবেদনকারী বা তাহার কোন [পরিচালকের] সংশ্লিষ্টতা, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আবেদনকারী বা তাহার কোন [পরিচালকের] দোষী সাব্যস্ত হওয়া বা এ জাতীয় কোন অপরাধে দন্ডিত হওয়া;

(ঙ) নামের অংশ হিসাবে ''মার্চেন্ট ব্যাংকার বা মার্চেন্ট ব্যাংক বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক" ব্যবহার না করা।

[৫](২) কোন স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কোন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী, ট্রাস্টি বা হেফাজতকারী মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসাবে নিবন্ধন সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য হইবে না।

[৬][(৩) মার্চেন্ট ব্যাংকার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন তদারকী কর্মকর্তাকে নিয়োগদান না করিলে উহা মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ পাওয়ার যোগ্য হইবে নাঃ

---

[১] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং দ্বারা পুনসংখ্যায়িত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৫] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৬] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন-০৩/১৪ তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, ইতিমধ্যে নিবন্ধিত মার্চেন্ট ব্যাংকারকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তদারকী কর্মকর্তা নিয়োগ/পদায়ন করিতে হইবে;

(৪) তদারকী কর্মকর্তাকে অবশ্যই ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হইতে হইবে এবং কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে সময় সময় এ বিষয়ে যে কোন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে;

(৫) মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক সিকিউরিটিজ আইন কানুন পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন তদারকী কর্মকর্তা মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং কমিশনের নিকট কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে দাখিল করিবেন।]।

৬। **মূলধন পর্যাপ্ততা**।- (১) কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, নির্ধারিত মূলধন না থাকিলে, কমিশন কোন ব্যক্তিকে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবে না।

(২) কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা [১][উপ-বিধি] (১) এর অধীন মূলধনের পরিমাণ প্রকাশ করিবে।

[২][৬ক। **কতিপয় ক্ষেত্রে পরিচালক পর্ষদ গঠনজনিত কারণে আবেদন নামঞ্জুরকরণ**।- মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের জন্য কমিশনের নিকট আবেদনকারী কোন কোম্পানী হইলে উহার আবেদন নামঞ্জুর হইবে, যদি উহার পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে ৫০% এর বেশী উহার উদ্যোক্তা কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের সদস্য হন।]

৭। **মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর আবেদন মঞ্জুরকরণ**।- (১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে, তাহা হইলে কমিশন তাহাকে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) [১][উপ-বিধি] (১) এর অধীন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে আবেদনকারী পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট ফি বাবত [৩][১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা] এবং সার্টিফিকেটের প্রথম বাৎসরিক ফি বাবত একই পদ্ধতিতে [৪][২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা] কমিশন বরাবরে জমা করিবেন [৫][ঃ]

[৬][তবে শর্ত থাকে যে, ফি প্রদানে বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতি মাস অথবা ইহার অংশবিশেষের জন্য ৫০,০০০ টাকা হারে বিলম্ব ফি পরিশোধ করিতে হইবে।]

(৩) [১][উপ-বিধি] (২) এর অধীন নির্ধারিত ফি জমা করা হইলে, কমিশন আবেদনকারীকে ফরম 'খ' তে একটি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/১২৫/প্রশাসন/৪০ তারিখ মার্চ ১১, ২০১২ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ১, ২০১২ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৫] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৬] প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। **আবেদন না-মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত**।- (১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে না, তাহা হইলে কমিশন তাহার আবেদন মঞ্জুর না করার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনকারীকে লিখিতভাবে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জানাইয়া দিবে এবং এই মর্মে তাহাকে অবহিত করিবে যে, যদি আবেদন মঞ্জুর না করার কারণের উপর তাহার কোন বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে উক্ত বক্তব্য তিনি লিখিতভাবে, আবেদন না-মঞ্জুর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে, কমিশনকে জানাইবেন, অথবা তিনি ব্যক্তিগতভাবে কমিশন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তব্য এবং লিখিত বক্তব্যের অতিরিক্ত বক্তব্য পেশ করার ইচ্ছাও কমিশনকে, উক্ত সময়ের মধ্যে জানাইতে পারেন।

(২) [১][উপ-বিধি] (১) এর অধীন আবেনদকারী কর্তৃক পেশকৃত লিখিত বা মৌখিক বা উভয়বিধ বক্তব্য বিবেচনা করিয়া কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে।

(৩) [১][উপ-বিধি] (২) এর অধীন কমিশন যদি আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করেন, সেইক্ষেত্রে [১][বিধি] ৭ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং যদি উহা না-মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে তাহার আবেদন বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **বাতিল আবেদন পুনর্বিবেচনা**।- (১) কমিশন কর্তৃক [১][বিধি] ৮ এর অধীন কোন আবেদন বাতিল করা হইলে, বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বাতিলের কারণসহ আবেদনকারীকে, লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(২) [১][উপ-বিধি] (১) এর অধীন আবেদন বাতিলজনিত পত্র পাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং এইরূপ যে কোন আবেদন কমিশন পুনর্বিবেচনা করিবে।

(৩) এই [১][বিধির] অধীন আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশন তদকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া উহার উপর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে এবং আবেদনকারীকে উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাইবে।

(৪) এই [১][বিধির] অধীন পুনর্বিবেচনার পর যদি আবেদন মঞ্জুর করা হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে [১][বিধি] ৭ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। **সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি**।- (১) এই [১][বিধিমালার] অধীন মঞ্জুরীকৃত প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার এর নিবন্ধন সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি [২][২,০০,০০০ (দুই লক্ষ টাকা) টাকা] হইবে যাহা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে কমিশন বরাবরে জমা করিতে হইবে।

(২) [১][বিধি] ৭ এর [১][উপ-বিধি] (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সার্টিফিকেট কার্যকর হইবার তারিখ হইতে প্রতি পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার তিন মাসের মধ্যে এই বার্ষিক ফি প্রদেয় হইবে।

(৩) এই [১][বিধির] অধীন প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদান করিতে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ব্যর্থ হইলে, কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার সার্টিফিকেট স্থগিত করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ স্থগিতাদেশ প্রদানের পূর্বে কেন স্থগিতাদেশ প্রদান করা হইবে না সেই মর্মে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হইবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মার্চেন্ট ব্যাংকার এর দায়িত্ব

১১। হিসাব বহি ও রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ।-(১) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার প্রতিটি হিসাব সময় কালের নিম্নলিখিত হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, যথা ঃ-

(ক) ব্যালান্স সীট;

(খ) লাভ ও লোকসান হিসাব;

(গ) নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী;

(ঘ) হিসাবের উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন;

(ঙ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব বিবরণী সম্পর্কিত হিসাব বহি।

(২) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার তাহার হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলপত্র কোথায় রক্ষিত হয় সেই সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবেন।

(৩) এই [১][বিধির] অধীন সংরক্ষণ করা হয় এমন যাবতীয় হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলপত্র **১২** (বার) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার প্রতিটি হিসাব সময়ের শেষে কমিশনের কাছে ব্যালান্স সীট, লাভ ও লোকসান হিসাব, নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিবেদন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ কমিশনের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন, যথা ঃ-

(১) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ইস্যু ব্যবস্থাপনায় তাহার দায়িত্ব;

(২) পূর্বে পেশকৃত কোন তথ্যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন, যাহা ইস্যু অনুমোদনের উপর প্রভাব রাখিতে পারে;

(৩) যে সকল কোম্পানীর ইস্যু তিনি ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন বা যে সকল কোম্পানীর ইস্যুর সহিত তিনি অন্য কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, উহাদের নাম;

(৪) মূলধন পর্যাপ্ততার কোন হের-ফের; এবং

(৫) কোন ইস্যুতে ব্যবস্থাপক, অবলেখক, পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসাবে তাহার ভূমিকা।

১২। অনিরীক্ষীত হিসাব বিবরণী।- কমিশন কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংকারের মূলধন পর্যাপ্ততা তদন্ত করার সুবিধার্থে প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার তাহার অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। অডিটর রির্পোটের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপের প্রতিবেদন।- প্রচলিত আইন অনুযায়ী মার্চেন্ট ব্যাংকারের হিসাব নিরীক্ষা করাইতে হইবে; এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঘাটতি বা দুর্বলতা মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৪। ইস্যু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য সরবরাহ।- ইস্যু ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত মার্চেন্ট ব্যাংকার সংশ্লিষ্ট ইস্যু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় বিষয়বস্তু, ন্যায্য অধ্যবসায়ী সার্টিফিকেট (due diligence certificate) সহ, কমিশনের নিকট সরবরাহ করিবেন।

১৫। শেয়ার অর্জনে বিধিনিষেধ।- কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা উহার কোন পরিচালক, অংশীদার বা ব্যবস্থাপক বা প্রধান নির্বাহী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহার পেশাদারী দায়িত্ব পালনকালে মক্কেল বা অন্য কোন সুত্রে প্রাপ্ত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার অপ্রকাশিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের (price sensitive information) ভিত্তিতে, নিজস্ব হিসাবে বা সহযোগী বা আত্মীয়ের দ্বারা কোন শেয়ার অর্জন করিতে বা কোন লেনদেনের সংগে সম্পর্কিত হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা।- এই [1][বিধিতে] ''আত্মীয়" অর্থে বাবা, মা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন, শ্যালক, শ্যালিকা, জামাতা বা পুত্রবধু অন্তর্ভুক্ত হইবে।

[2][১৫ক। **কর্মকর্তা, ইত্যাদি নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ।-** কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ড, স্টক ডিলার বা স্টক ব্রোকারের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইতে পারিবেন না।]

চতুর্থ অধ্যায়

পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট, ইত্যাদি

১৬। **সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে পোর্টফোলিও ম্যানেজার কাজকরণ নিষিদ্ধ।-** এই [1][বিধিমালার] অধীন কমিশনের নিকট হইতে পোর্টফোলিও নিবন্ধন সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসাবে কাজ করিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই [1][বিধিমালা] প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিয়া থাকিলে, উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি পোর্টফোলিও ম্যানেজার পেশায় নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।

[3][১৬ক। নিবন্ধন মঞ্জুরীর অযোগ্যতা।-(১) কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের দরখাস্ত নিবন্ধন মঞ্জুরীর জন্য যোগ্য হইবে না, যদি-

(ক) উহা কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান না হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল পোর্টফোলিও ম্যানেজার ইতোপূর্বে কোম্পানি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা নহে এমন কোন প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদেরকে অত্র সংশোধনী গেজেটে প্রকাশের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোম্পানিতে রূপান্তরিত হইতে হইবে;

[4][(খ) উহার পরিশোধিত মূলধন ১২.৫০ (বার দশমিক পাঁচ) কোটি টাকা এবং সার্বক্ষণিক নীট সম্পদ পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ না হয় এবং সনদপ্রাপ্ত পোর্টফোলিও ম্যানেজারের ক্ষেত্রে অত্র সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ হইবার ১ (এক) বছরের মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ১২.৫০ (বার দশমিক পাঁচ) কোটি টাকায় উন্নীত করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতিত) কোন সময়েই তাহার মূলধনের, অর্থাৎ পরিশোধিত মূলধন ও ফ্রি রিজার্ভ (revaluation reserve ছাড়া) এর, পাঁচগুণের বেশী পোর্টফোলিও তহবিল ব্যবস্থাপনা করিবে না।]

(গ) কমিশনের বিবেচনায় পুঁজিবাজার বা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে দরখাস্তটি বিবেচনার অবকাশ না থাকে।

(২) কমিশন, জনস্বার্থে, উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলীর যে কোনটি যে কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের ক্ষেত্রে শিথিল করিতে পারিবে।"।]

১৭। **সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন।-** (১) পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের জন্য ফরম 'গ' এ আবেদন করিতে হইবে।

---

[1] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[2] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[3] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[4] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/১২৭/প্রশাসন/৪২ তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০১২ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা মে ২৭, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে আবেদন ফি বাবত কমিশন বরাবরে অফেরতযোগ্য [১][১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা] জমা না করিলে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) আবেদন ফরম এর চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি যথাযথভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ বা, ক্ষেত্রমত, সরবরাহ না করিলে বা এই [২][বিধিমালার] অন্যান্য শর্ত পূরণ করা না হইলে, আবেদন বাতিলযোগ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদন বাতিল করার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে আপত্তিগুলি দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(৪) কোন আবেদন নিষ্পত্তির সুবিধার্থে কমিশন আবেদনকারীকে আবেদনের সহিত দাখিলকৃত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য বা সরবরাহকৃত কোন তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে বা আবেদনকারী বা তাহার পক্ষে ব্যক্তিগত বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতে পারিবে।

১৮। **সার্টিফিকেট মঞ্জুরকরণের জন্য কতিপয় বিবেচ্য বিষয়।-** পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরকরণের জন্য কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি তদন্ত ও বিবেচনা করিবে, যথা ঃ-

(ক) আবেদনকারীর ব্যবসায়ের স্থান, অফিস, ইত্যাদি;

(খ) পোর্টফোলিও কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত লোকবল এবং উক্ত কাজে তাহাদের অভিজ্ঞতা;

(গ) মূলধনের পর্যাপ্ততা;

(ঘ) আবেদনকারী বা তাহার কোন [২][পরিচালকের] ঋণগ্রস্থতা, সিকিউরিটিজ মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় আবেদনকারী বা তাহার কোন [পরিচালকের] সংশ্লিষ্টতা নৈতিক স্থলনজনিত অপরাধে আবেদনকারী বা তাহার কোন [পরিচালকের] দোষী সাব্যস্ত হওয়া, ইত্যাদি।

১৯। **মূলধন পর্যাপ্ততা।-** (১) কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, নির্ধারিত মূলধন না থাকিলে, কমিশন কোন ব্যক্তিকে পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবে না।

(২) কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা [৩][উপ-বিধি] (১) এর অধীন নির্ধারিত মূলধনের পরিমাণ প্রকাশ করিবে।

২০। **পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর আবেদন মঞ্জুরকরণ।-**(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে, তাহা হইলে কমিশন তাহাকে পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) [৪][উপ-বিধি] (১) এর অধীন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে আবেদনকারী পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট ফি বাবত [৫][১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা] এবং সার্টিফিকেটের প্রথম বাৎসরিক ফি বাবত একই পদ্ধতিতে [৬][২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা] টাকা কমিশন বরাবরে জমা করিবে [৭][ঃ]

---

[১] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৫] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৬] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৭] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[১][তবে শর্ত থাকে যে, ফি প্রদানে বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতি মাস অথবা ইহার অংশবিশেষের জন্য ৫০,০০০ টাকা হারে বিলম্ব ফি পরিশোধ করিতে হইবে।]

(৩) [২][উপ-বিধি] (২) এর অধীন নির্ধারিত ফি প্রদান করা হইলে, কমিশন আবেদনকারীকে ফরম 'খ' তে পোর্টফোলিও ম্যানেজারের একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

২১। **আবেদন না-মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত।**- (১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে না, তাহা হইলে কমিশন তাহার আবেদন মঞ্জুর না করার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনকারীকে লিখিতভাবে, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, জানাইয়া দিবে এবং এই মর্মে তাহাকে অবহিত করিবে যে, যদি আবেদন মঞ্জুর না করার কারণের উপর তাহার কোন বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে উক্ত বক্তব্য তিনি লিখিতভাবে, আবেদন না মঞ্জুর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে, কমিশনকে জানাইবেন, অথবা তিনি ব্যক্তিগতভাবে কমিশন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তব্য এবং লিখিত বক্তব্যের অতিরিক্ত বক্তব্য পেশ করার ইচ্ছাও কমিশনকে, উক্ত সময়ের মধ্যে, জানাইতে পারেন।

(২) [২][উপ-বিধি] (১) এর অধীন আবেদনকারী কর্তৃক পেশকৃত লিখিত বা মৌখিক বা উভয়বিধ বক্তব্য বিবেচনা করিয়া কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে।

(৩) [২][উপ-বিধি] (২) এর অধীন কমিশন যদি আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করেন, সেইক্ষেত্রে প্রবিধান ২০ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং যদি উহা না-মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে তাহার আবেদন বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। **বাতিল আবেদন পুনর্বিবেচনা।** - (১) কমিশন কর্তৃক [২][বিধি] ২০ এর অধীন কোন আবেদন বাতিল করা হইলে, বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বাতিলের কারণসহ, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(২) [৩][উপ-বিধি] (১) এর অধীন আবেদন বাতিলজনিত পত্র পাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং এইরূপ যে কোন আবেদন কমিশন পুনর্বিবেচনা করিবে।

(৩) এই [২][বিধির] অধীন আবেনদকারী কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া উহার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে এবং আবেদনকারীকে উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাইবে।

(৪) এই [২][বিধির] অধীন পুনর্বিবেচনার পর যদি আবেদন মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে [২][বিধি] ২০ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **পোর্টফোলিও ম্যানেজারের প্রকৃতি, ইত্যাদির পরিবর্তন।**- এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের লিখিত পুর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের মর্যাদা ও প্রকৃতির কোন পরিবর্তন করা যাইবে না।

২৪। **সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি।**- (১) এই [২][বিধিমালার] অধীন মঞ্জুরকৃত প্রত্যেক পোর্টফোলিও নিবন্ধন সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি [৪][২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা] হইবে যাহা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে কমিশন বরাবরে জমা করিতে হইবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

২)   [1][বিধি] ৭ এর [1][উপ-বিধি] (২) এর বিধান সাপেক্ষে সার্টিফিকেট কার্যকর হইবার তারিখ হইতে প্রতি পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার তিন মাসের মধ্যে এই বার্ষিক ফি প্রদেয় হইবে।

(৩)   এই [1][বিধির] অধীন প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদান করিতে কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজার ব্যর্থ হইলে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার সার্টিফিকেট স্থগিত করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ স্থগিতাদেশ প্রদানের পূর্বে কেন স্থাগিতাদেশ প্রদান করা হইবে না সেই মর্মে পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হইবে।

(৪)   প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রতিটি হিসাব সময়ের শেষে কমিশনের কাছে ব্যালেন্স সীট, লাভ ও লোকসান হিসাব, নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিবেদন, কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী, দাখিল করিবেন।

(৫)   প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে, নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ কমিশনের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন, যথা ঃ-

(ক)   পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিশদ বিবরণ;

(খ)   পূর্বে পেশকৃত কোন তথ্যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন, যাহা মঞ্জুরীকৃত সার্টিফিকেটের উপর প্রভাব রাখিতে পারে;

(গ)   যে সব মক্কেলের পোর্টফোলিও পরিচালনা করিয়াছেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা;

(ঘ)   মূলধন পর্যাপ্ততার কোন হের-ফের।

২৫। **অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী**।- কমিশন কর্তৃক পোর্টফোলিও ম্যানেজারের মূলধন পর্যাপ্ততা তদন্ত করার সুবিধার্থে প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

২৬। **হিসাব এবং নিরীক্ষা**।- (১) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার প্রত্যেক মক্কেলের হিসাব পৃথকভাবে রক্ষণ করিবেন এবং মক্কেলের আয় ও আয়কর কর্তনসহ সকল খরচাদির হিসাব উক্ত হিসাবে যথাযথভাবে প্রদর্শন করিবেন।

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় হিসাব বহি চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা নিরীক্ষা করাইবেন, যাহাতে নির্ণীত হয় যে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার যথাযথ হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং [1][বিধি] মোতাবেক তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। উক্তরূপ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের হিসাব সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

২৭। **নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন**।- নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রতিবেদনে উল্লেখিত ঘাটতি বা দুর্বলতা মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

---

[1] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পোর্টফোলিও ম্যানেজারের দায়িত্ব

২৮। **হিসাব বহি ও রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ।-** প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রতিটি হিসাব সময় কালের জন্য নিম্নলিখিত হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, যথা ঃ-

(ক) ব্যালান্স সীট;

(খ) লাভ ও লোকসান হিসাব;

(গ) নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী;

(ঘ) হিসাবের উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন;

(ঙ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব বিবরণী সম্পর্কিত হিসাব বহি।

(২) প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র কোথায় রক্ষিত হয় সেই সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবেন।

(৩) এই [১][বিধির] অধীন সংরক্ষণ করা হয় এমন যাবতীয় হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র **১২** (বার) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৯। **মক্কেলের সাথে চুক্তি।-** পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়সমূহসহ, তাহাদের পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব ও ভূমিকার উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ও প্রদানযোগ্য সেবা;

(খ) বিনিয়োগ ক্ষেত্র;

(গ) কোন বিশেষ কোম্পানী বা ইন্ডাষ্ট্রিতে বিনিয়োগে মক্কেলের আপত্তি, যদি থাকে;

(ঘ) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি;

(ঙ) চুক্তির মেয়াদ এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে চুক্তি বাতিল করার বিষয়;

(চ) বিনিয়োগযোগ্য অর্থ;

(ছ) মক্কেলের হিসাব নিষ্পত্তি করার নিয়ম;

(জ) পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে প্রদেয় ফি;

(ঝ) সিকিউরিটিজের হেফাজত।

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংকে পৃথক হিসাবে রাখিয়া নিজে উহা পরিচালনা করিবেন।

[২][(৩) ইক্যুইটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত পোর্টফোলিও ব্যতিরেকে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার জন্য পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলদের নিকট হইতে ফি পাওয়ার অধিকারী হইবে।]

[৩][(৪) পোর্টফোলও ম্যানেজার ইক্যুইটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে তাহার মক্কেলের পোর্টফোলিও গঠন ও ব্যবস্থপনা করিতে পারিবেঃ

(ক) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার স্বীয় বিবেচনায় (own discretion) বিনিয়োগ করিতে পারিবে;

(খ) উক্তরূপ বিনিয়োগে পোর্টফোলিও ম্যানেজারের ন্যূনতম অংশ হইবে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ; এবং

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন/০১-৩৭ তারিখঃ সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০৯ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন/০১-৩৭ তারিখ সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০৯ইং এর দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে।

(গ) বিনিয়োগকারীর নিজস্ব ইক্যুইটি ব্যবস্থাপনার জন্য পোর্টফোলিও ম্যানেজার আনুপাতিক হারে ফি পাইবার অধিকারী হইবে।]

৩০। মক্কেলের অর্থ বিনিয়োগ।- [১][(১)]

[১][(২)]

[২][৩]{(১) মক্কেলের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মক্কেল, নিজ দায়িত্বে ও নিম্মোক্ত অবস্থায়, পোর্টফোলিও সিকিউরিটিজ বা তহবিল প্রত্যাহার করিতে বা ফেরৎ নিতে পারিবেন, যথাঃ-

(ক) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার কাজ হইতে অব্যাহতি নিলে;

(খ) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের সার্টিফিকেট স্থগিত বা বাতিল করা হইলে;

(গ) পোর্টফোলিও ম্যানেজার দেউলিয়া, এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার অবসান হইলে;

(ঘ) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের স্থায়ী অপারগতার মতো কোন কিছু ঘটিলে।}

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার মক্কেলের অর্থ অর্থ-বাজারে অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিনিয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ব্যাখ্যা- এই [৪][উপ-বিধির] জন্য অর্থ-বাজার বলিতে বাণিজ্যিক পত্র, ট্রেড বিল, ট্রেজারী বিল, ডিপোজিট সার্টিফিকেট এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য অর্থ দলিল সম্পার্কিত বাজারকে বুঝাইবে।

(৩) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের অর্থ বিনিয়োগের সময় ফটকাবাজারী (speculative) লেনদেন করিবেন না।

(৪) [৫][পোর্টফোলিও ম্যানেজার সাধারণভাবে প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করিবে এবং যেক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে গড়পড়তা মূল্যে আনুপাতিকভাবে উহার বন্টন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অজড় পদ্ধতিতে সংরক্ষিত সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সুবিধাভোগী মালিক হিসাব (BO Account) সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত হিসাবের পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করিবে, এবং যেক্ষেত্রে সমষ্টিগত হিসাব (Omnibus type BO Account) এ সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হইবে সেক্ষেত্রে গড়পড়তা মূল্যে আনুপাতিকভাবে নিজ নিজ সুবিধাভোগী মালিক হিসাব (BO Account) এ সিকিউরিটিজ স্থানান্তর করিবে।]

(৫) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের নিজস্ব হিসাব ও মক্কেলের হিসাব অথবা দুইজন মক্কেলের হিসাবসহ ক্রয় বা বিক্রয়ের যে কোন হিসাবের লেনদেন চলতি বাজারমূল্যে হইবে।

(৬) [৬][পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রত্যেক মক্কেলের তহবিল এবং সিকিউরিটিজ পৃথক পৃথক রাখিবে এবং উহা তাহার নিজের তহবিল ও সিকিউরিটিজ হইতে পৃথক রাখিবে এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের অর্থ ও সিকিউরিটিজ এর রক্ষক হিসাবে কাজ করিবেঃ

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/এলএসডি(আঃসঃ)২০০৩/১২২/প্রশাসন/০১/১৮ তারিখ ২৬ মে ২০০৩ইং এর দ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা বাংলাদেশ গেজেটে জুলাই ১৩, ২০০৩ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/এলএসডি(আঃসঃ)২০০৩/১২২/প্রশাসন/০১/১৮ তারিখ ২৬ মে ২০০৩ইং এর দ্বারা পূনসংখ্যায়িত করা হইয়াছে, যাহা বাংলাদেশ গেজেটে জুলাই ১৩, ২০০৩ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/এলএসডি(আঃসঃ)/২০০৩/১২২/প্রশাসন/১/১৯, তারিখ মে ২৬, ২০০৩ এর দ্বারা পুনসংখ্যায়িত হইয়াছে যহা বাংলাদেশ গেজেটে জুলাই ১৩, ২০০৩ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৫] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৬] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১ তারিখ ১৬ই জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা জুলাই ২০, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই মর্মে চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকে যে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের সিকিউরিটিজ তাহার নিজের হিসাবে রাখিতে পারিবে, এবং তাহা হইলে পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলকে তদনুযায়ী অবহিত করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে পারিবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, অজড় পদ্ধতিতে সংরক্ষিত সিকিউরিটিজ এর ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সুবিধাভোগী মালিক হিসাব (BO Account) সংরক্ষণ করিবে এবং যেক্ষেত্রে পৃথক সুবিধাভোগী মালিক হিসাব নাই সেক্ষেত্রে অত্র সংশোধনী গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত হিসাব খুলিতে হইবে, অন্যথায়, পোর্টফোলিও ম্যানেজার সমষ্টিগত হিসাব এ ধারণকৃত সংশ্লিষ্ট মক্কেলের সিকিউরিটিজ বিক্রয়পূর্বক উহার অর্থ মক্কেলকে প্রদান করিবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজার সমষ্টিগত হিসাব (Omnibus type BO Account) এ মক্কেলের পক্ষে অজড় (demated) সিকিউরিটিজ লেনদেন করে, সেক্ষেত্রে লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জের যুগপৎ দুইটি নিস্পত্তিকালীন সময়ের মধ্যে (within a period of two similtaneous settlement cycle) কিংবা ৭ (সাত) ট্রেডিং দিবসের মধ্যে, যাহা আগে হইবে সেই সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী মালিক হিসাব Beneficial Owners Account) এ স্থানান্তর করিবে।]

[১][(৭) পোর্টফোলিও ম্যানেজার সর্বক্ষেত্রে মক্কেলের সিকিউরিটিজ বা তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে এবং মক্কেলের আদেশ কার্যকর করাকে প্রাধান্য দিবেন।]

৩১। মক্কেলের নিকট প্রদেয় প্রতিবেদন।- (১) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের নিকট সাময়িক, কিন্তু অনধিক ছয় মাস অন্তর, প্রতিবেদন সরবরাহ করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) পোর্টফোলিওর গঠন ও মূল্য, পোর্টফোলিওতে বিদ্যমান সিকিউরিটিজের বর্ণনা, সংখ্যা, প্রতি সিকিউরিটিজের মূল্য এবং প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে পোর্টফোলিওর নগদ উদ্বৃত্ত ও সমষ্টির মূল্য;

(খ) লেনদেনের তারিখ, বিক্রয় ও ক্রয়ের বর্ণনাসহ প্রতিবেদনাধীন সময়কালের লেনদেন;

(গ) সুদ, লভ্যাংশ, বোনাস, শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারসহ ঐ সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা;

(ঘ) মক্কেলের পোর্টফোলিও পরিচালনার খরচাদি;

(ঙ) পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর মতে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিবরণ এবং সিকিউরিটিজ বিনিয়োগে বা বিনিয়োগ প্রত্যাহারে তাহার সুপারিশকৃত ঝুঁকির বর্ণনা।

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের কাছে কেবলমাত্র পোর্টফোলিও পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ও তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৩) চুক্তি বাতিলের পর পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের নিকট হিসাবের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাইবেন এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক মক্কেলের হিসাব মিটাইবেন।

(৪) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মক্কেলের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে, মক্কেল পোর্টফোলিও ম্যানেজারের নিকট হইতে মক্কেলের হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ জানার অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

[১] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/এলএসডি(আঃসঃ)২০০৩/১২২/প্রশাসন/০১/১৮ তারিখ ২৬ মে ২০০৩ইং এর মাধ্যমে বিধিটি সংযুক্ত করা হইয়াছে, যাহা বাংলাদেশ গেজেটে জুলাই ১৩, ২০০৩ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিদর্শন, ইত্যাদি

৩২। **পরিদর্শন, ইত্যাদি।**- (১) মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারের হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র পরিদর্শনের জন্য কমিশন যে কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার আইন ও এই [১][বিধিমালার] অধীন তাহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী সঠিকভাবে পালন করিতেছেন কিনা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতেছেন কিনা তাহা পরিদর্শন করা হইবে। এই [২][বিধির] অধীন নিযুক্ত পরিদর্শকের দায়িত্ব এবং ইহার অতিরিক্ত তিনি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তদন্ত করিবেন, যথা ঃ-

(ক) মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীর অভিযোগ;

(খ) কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অন্য কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা স্বার্থ রহিয়াছে এমন অন্য কোন ব্যক্তির অভিযোগ;

(গ) সিকিউরিটিজ ব্যবসা ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়।

(৩) এই [৩][বিধির] উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শক অন্যুন ৩ (তিন) দিন অথবা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তদপেক্ষা কম সময়ের নোটিশ প্রদানপূর্বক পরিদর্শনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে অবহিত করিবেন।

(৪) [১][উপ-বিধি] (৩) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার পরিদর্শকের চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট হিসাব বহি, রেকর্ড, দলিলপত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি তাহাকে সরবরাহ করিতে এবং পরিদর্শন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে তাহাকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) পরিদর্শনের ভিত্তিতে পরিদর্শক কমিশনের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং পরিদর্শন শুরু হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

(৬) কমিশন পরিদর্শন রিপোর্ট প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহা বিবেচনা করিবে এবং কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার সার্টিফিকেট বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া তাহার সার্টিফিকেট বাতিল বা স্থগিত করা যাইবে না।

(৭) [১][উপ-বিধি] (৬) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিদর্শকের রিপোর্ট বিবেচনায় অভিযুক্ত যে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে কমিশন আইন ও এই [১][বিধিমালার] বিধান পালনকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়
সার্টিফিকেট বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি

৩৩। **সার্টিফিকেট বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি।-** (১) নিম্নবর্ণিত কারণে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর সার্টিফিকেট কমিশন বাতিল করিতে বা স্থগিত ঘোষণা করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) আইন বা এই [1][বিধিমালার] কোন বিধান বা সার্টিফিকেটের কোন শর্ত ভঙ্গকরণ;

(খ) কমিশনের প্রয়োজন বা চাহিদা মোতাবেক বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সরবরাহ না করা বা সরবরাহে অকারণে বিলম্ব করা;

(গ) কমিশনের নিকট ভ্রান্ত বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা;

(ঘ) এই [1][বিধিমালার] অধীন নিযুক্ত পরিদর্শকের তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করা;

(ঙ) এই [1][বিধিমালা] দ্বারা নির্ধারিত ফি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ না করা;

(চ) এই [1][বিধিমালার] অধীন আচরণ বিধি মান্য না করা;

(ছ) মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক স্বীয় দায়িত্ব পালন না করা;

(জ) কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেন;

(ঝ) নৈতিক স্খলনজনিত দোষে বা অন্য কোন অপরাধে কোন আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হন;

(ঞ) এই [1][বিধিমালায়] উল্লেখিত অন্যান্য কারণে;

[2][তবে শর্ত থাকে যে, উপ-বিধি (১) এর বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া কমিশন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের অধীনে অর্থদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে।]

(২) [1][উপ-বিধি] (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থার উপর লিখিতভাবে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না দিয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উপর বিশেষ তদন্ত না করাইয়া, [3][উপ-বিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ] করা যাইবে না এবং এতদুদ্দেশ্যে অন্ততঃ ১৫ (পনর) দিনের সময় দিয়া তাহাকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক যথাসময় তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করা হইলে, কমিশন উহা এবং [1][উপ-বিধি] (২) এর অধীন প্রাপ্ত তদন্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিবে এবং অভিযুক্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে ব্যক্তিগত বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া [4][উপ-বিধি (১) এর অধীন] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং সিদ্ধান্তটি লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে।

৩৪। **পুনর্বিবেচনা।-** (১) [1][বিধি] ৩৩ এর অধীন [5][অর্থদন্ড,] আদেশের দ্বারা কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) [1][উপ-বিধি] (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন কমিশন বিবেচনা করিবে এবং উহার উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

---

[1] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[2] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন-০৩/১৪ তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত।

[3] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন-০৩/১৪ তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত।

[4] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন-০৩/১৪ তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত।

[5] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন-০৩/১৪ তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত।

অষ্টম অধ্যায়
আচরণ বিধি

৩৫। **আরচণ বিধি।-** (১) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার-

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনকালে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিবেন;

(খ) শ্রম, যত্ন ও স্বাধীন পেশাগত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে সেবা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন;

(গ) অন্য কোন মার্চেন্ট ব্যাংকারের স্বার্থের পরিপন্থী বা তাহার দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন বক্তব্য প্রদান বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইবেন না;

(ঘ) তাহার মক্কেলের কাছে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাফল্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন করিবেন না;

(ঙ) তাহার মক্কেলের কোন তথ্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না;

(চ) মক্কেলের সিকিউরিটি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় গোপন রাখিবেন;

(ছ) বিনিয়োগকারীকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত ও পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন এবং বিনিয়োগের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করিবেন;

(জ) বিনিয়োগকারীর নিকট সংশ্লিষ্ট প্রসপেক্টাস, মেমোরেন্ডাম এবং আনুষংগিক ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন;

(ঝ) বিনিয়োগকারীর যথাযথ বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং অতিরিক্ত আবেদনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদান নিশ্চিত করিবেন;

(ঞ) বিনিয়োগকারীদের যে কোন অভিযোগ সঠিকভাবে তদন্ত করিবেন।

(২) প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার-

(ক) বিশ্বস্ততার সাথে মক্কেলের অর্থ পরিচালনা করিবেন;

(খ) মক্কেলের দেওয়া সীমাবদ্ধতার মধ্যে সিকিউরিটিজ লেনদেন করিবেন;

(গ) মক্কেলের অর্থ বা সিকিউরিটিজ হইতে কোন সুবিধা গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মক্কেলের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ যতশীঘ্র সম্ভব বিনিয়োগ ব্যবস্থা করিবেন এবং মক্কেলের পাওনা অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ করিবেন;

(ঙ) শ্রম, যত্ন ও স্বাধীন পেশাগত বিচার দ্বারা সকলকে নিরপেক্ষভাবে সেবা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন;

(চ) অন্য কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের স্বার্থের পরিপন্থী বা তাহার দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন বক্তব্য প্রদান বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইবে না;

(ছ) তাহার মক্কেলের কাছে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাফল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করিবেন না;

(জ) তাহার মক্কেলের কোন তথ্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না;

(ঝ) কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার সময় মক্কেলের নিকট হইতে লিখিত বিবরণ নিবেন, যাহাতে বিভিন্ন যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সহিত তাহার সংশ্লিষ্টতার উল্লেখ থাকিবে;

(ঞ) মক্কেলের সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় গোপন রাখিবেন এবং কোথাও প্রকাশ করিবেন না;

(ট) মক্কেলকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত ও পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন এবং বিনিয়োগের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করিবেন;

(ঠ) মক্কেলের স্বার্থে সিকিউরিটিজ হস্তান্তর নিবন্ধীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন, লভ্যাংশ ও সুদ দাবী ও গ্রহণ এবং অন্যান্য অধিকার প্রয়োগ করিবেন;

(ড) মক্কেলের ইচ্ছানুযায়ী সিকিউরিটিজ পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন;

(ঢ) সিকিউরিটিজের মিথ্যা বাজার সৃষ্টিকরণে সহযোগিতা করিবেন না;

(ণ) দর কারচুপি বা সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে অপ-কৌশল প্রয়োগ করিবেন না;

(ত) স্টক-ব্রোকার, স্টক ডিলার বা পুঁজিবাজারের অন্য কোন মধ্য ব্যক্তিকে মূল্য সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করিবেন না;

(থ) মক্কেলের যথাযথ বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং অতিরিক্ত আবেদনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদান নিশ্চিত করিবেন;

(দ) মক্কেলের যে কোন অভিযোগ সঠিকভাবে তদন্ত করিবেন;

(ধ) মক্কেলের নিকট হইতে কোন অভিযোগ হইলে উহা প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) [১][উপ-বিধি] (১) ও (২) এ উল্লিখিত আচরণ পালন ও মান্যকরণ ছাড়াও, প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার ও ক্ষেত্রমত, পোর্টফোলিও ম্যানেজার কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য আচরণ বিধি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

[২][৩৬। মার্জিন ঋণ প্রদান।- প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার), উহার মক্কেলকে মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে, নিম্নের তফসিল এ উল্লিখিত নির্দেশনা মানিয়া চলিবে।]

[৩]নবম অধ্যায়

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/সিইও'র নিয়োগ, বরখাস্ত, ক্ষমতা ইত্যাদি

৩৭। **ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/সিইও'র নিয়োগ, বরখাস্ত ইত্যাদি**।-(১) কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ একজন পূর্ণ কালীন "ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও" নিয়োগ করিবে।

[৪][(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সিইও হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন স্টক এক্সচেঞ্জের বা, স্টক এক্সচেঞ্জের কোন ট্রেক হোল্ডারের বা, কোন সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানির বা, কোন ইস্যুয়ার কোম্পানির সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় ব্যতিত অন্য কোন কিছুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই জড়িত হইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ইস্যু ব্যবস্থাপক হিসাবে যেই কোম্পানির ইস্যুর ব্যবস্থাপনা করিবে, সেই কোম্পানির কোন সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সিইও ক্রয় বা অন্য কোনভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন না :

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সিইও কোন মার্চেন্ট ব্যাংকারের শেয়ার হোল্ডার বা, উদ্যোক্তা বা, পরিচালক হিসাবে থাকিতে পারিবেন না।]

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এর কার্যকাল হইবে ৩ (তিন) বছর, যাহা কমিশনের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নবায়ন করা যাইতে পারে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স পয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদে বহাল থাকিবেন না।

(৪) যদি ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে ব্যর্থ বা, কোন অসদাচরণের বা নৈতিক স্খলনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে পরিচালনা পর্ষদ কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণ (যাহা প্রযোজ্য) করিতে পারিবে। তবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত এতদুদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদের বিশেষ সভায় সদস্যদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ হইতে হইবে;

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন/০১-২৯ তারিখ ০২ অক্টোবর ২০০৭ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা বাংলাদেশ গেজেটে অক্টোবর ১১, ২০০৭ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/১২১/প্রশাসন/৩৬ তারিখ ডিসেম্বর ২০, ২০১১ এর দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

[৪] প্রজ্ঞাপন নং নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/২৩১/প্রশাসন/১০০,তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা বাংলাদেশ গেজেটে জানুয়ারি ২৩, ২০২০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাহাকে যুক্তি সংগত সময় প্রদান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে তাহার লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে।

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদত্যাগ করিতে চাহিলে ৩ (তিন) মাস পূর্বে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বরাবরে আবেদন পেশ এবং কমিশনকে উহার অনুলিপি প্রদান করিবেন।

(৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পদ শুন্য থাকিলে বা কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকারের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এর পদ শুন্য হওয়ার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে যদি উক্ত পদে নিয়োগ দান করিতে পরিচালনা পর্ষদ ব্যর্থ হয় তবে কমিশন প্রয়োজনবোধে তৎ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দান করিতে পারিবে। তবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি তাহার বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ খরচ বহন করিবে।

(৮) কমিশন সময়ে সময়ে প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/সিইও'র যোগ্যতা সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, আইসিবি এবং রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক (যথা-সোনালী, রূপালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ) সমুহের সাবসিডিয়ারী কোম্পানি হিসাবে গঠিত মার্চেন্ট ব্যাংকারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/সিইও'র নিয়োগ এই বিধিমালার আওতা বহির্ভুত থাকিবে।

৩৮। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এর ক্ষমতা।- (১)** ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকারের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ বাজার সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি, প্রবিধি, নির্দেশনা, আদেশ, উপ-আইন বা সময়ে সময়ে কমিশন বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা, আদেশ সমূহ বাস্তবায়ন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জারিকৃত কোন নির্দেশনা বা আদেশ সাংঘর্ষিক হইলে সেইক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশনা বা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এই বিধিমালার পরিপালন এবং সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাবলীর তদারকি নিশ্চিত করিবেন।

(৩) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত সকল কমিটিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও সদস্য হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এর বিরুদ্ধে কোন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত তদন্ত কমিটিতে তিনি সদস্য থাকিবেন না।

(৪) কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও তাহার উপর অর্পিত হয়নি এমন দায়িত্ব/ক্ষমতা, পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এবং কমিশনকে একইসংগে অবহিত করত পালন/প্রয়োগ করিবেন। তবে উহা পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি-বিধান, উপ-আইন, নির্দেশনা বা আদেশ পরিপালনের উপর কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী কমিশনে এবং পরিচালনা পর্ষদে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।]

[১][৩৯। **কমিশনের অনুকূলে ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান।**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুকূলে বিভিন্ন প্রকার ফি, ইত্যাদি পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা যাইবে।]

[১] প্রজ্ঞাপন নংঃ বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরম 'ক'

মার্চেন্ট ব্যাংকার সার্টিফিকেট এর আবেদন

([১][বিধি] ৪ দ্রষ্টব্য)

১। আবেদনকারীর নাম ....

২। যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম..

টেলিফোন নং .... ফ্যাক্স নং ....

৩। আবেদনকারীর বিবরণ

(ক) ব্যবসায়ের প্রধান স্থান/কোম্পানীর নিবন্ধীকৃত অফিস ....

পোস্টাল কোড .... টেলিফোন নং....................

টেলেক্স নং......................... ফ্যাক্স নং ....

(খ) যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ....

পোস্টাল কোড .... টেলিফোন নং....................

টেলেক্স নং......................... ফ্যাক্স নং ....

(গ) শাখা অফিসের ঠিকানা ঃ ....

৪। সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(ক) মার্চেন্ট ব্যাংকারের কাজ ও দায়িত্ব

(চার্ট সংযুক্ত করিতে হইবে)

(খ) উদ্দেশ্য

মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল অব এ্যাসোসিয়েশন এর কপি সংযুক্ত করিতে হইবে

(গ) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণের স্থান ও তারিখঃ

দিন মাস বৎসর স্থান

(ঘ) আবেদনকারীর আইনগতঃ অবস্থান (status)

[২][আবেদনকারী] যদি তালিকাভুক্ত হয় তাহা হইলে যে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সে স্টক এক্সচেঞ্জের নাম এবং সর্বশেষ শেয়ার দর উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঙ) [২][পরিচালকদের বিবরণঃ

নাম	যোগ্যতা	মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা বিষয়ে কাজের অভিজ্ঞতা	আবেদনকৃত/ কোম্পানীতে তাহার শেয়ার	অন্যান্য কোম্পানীতে পরিচালক

[১] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১, তারিখ ১৬ জুন ২০০৮ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১, তারিখ ১৬ জুন ২০০৮ এর মাধ্যমে "অংশীদার", "মালিক", "ফার্ম" শব্দগুলি বাতিল করা হইয়াছে, যাহা ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(চ) প্রধান ব্যবস্থাপকের বিবরণঃ

নাম	যোগ্যতা	মার্চেন্ট ব্যাংকিংয়ে অভিজ্ঞতা	নিয়োগের তারিখ	পরিধি

(ছ) সহযোগী সংস্থার নাম ও কার্যাবলী ঃ

কোম্পানী/ ফার্মের] নাম	ঠিকানা	কাজের ধরন	উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের স্বার্থের ধরণ	আবেদনকারী কোম্পানীর স্বার্থের ধরণ

৫। ব্যবসা বিষয়ক তথ্য ঃ

(ক) ইতিহাস, প্রধান ঘটনা এবং বর্তমান কর্মকান্ড ঃ

(খ) মার্চেন্ট ব্যাংকিং কর্মকান্ড অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

(গ) অন্যান্য আর্থিক সেবা অভিজ্ঞতার বিবরণ ঃ

(ঘ) গত তিন বৎসরে পরিচালিত কর্মকান্ড ঃ

৬। ইস্যু ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা ঃ

মক্কেলের নাম	ইস্যুর ধরণ	ইস্যুর আকার	ইস্যুর বৎসর	কতগুণ সাবসক্রাইবড হইয়াছে	প্রধান মার্চেন্ট ব্যাংকারের নাম	ব্যবহারিক দায়-দায়িত্ব

৭। বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসাবে অভিজ্ঞতাঃ

মক্কেলেরনাম	সময়কাল	প্রদত্ত সেবার ধরন

৮। অবলিখন (আন্ডাররাইটিং) এর অভিজ্ঞতাঃ

মক্কেলের নাম	ইস্যুর বৎসর	ইস্যুর ধরণ ও আকার	অবলিখিত টাকার পরিমাণ	অবলিখনের শতকরা হার	অবলিখনের অর্জিত অভিজ্ঞতা

৯। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতাঃ

স্কীমের নাম	স্কীমের বৈশিষ্ট্য	মক্কেলের সংখ্যা	মোট ব্যবস্থাপনাকৃত ফান্ডের পরিমাণ	গড়পড়তা মুনাফা

১০। করপোরেট/উপদেষ্টা হিসাবে অভিজ্ঞতাঃ

মক্কেলের নাম	ইস্যুর বৎসর	ইস্যুর ধরণ ও আকার	প্রদত্ত সেবার ধরন	প্রধান মার্চেন্ট ব্যাংকারের নাম

১১। অন্যান্য সিকিউরিটিজ ব্যবসা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ঃ

ব্যবসার ধরন	প্রদত্ত সেবার সময়কাল	প্রদত্ত সেবার ধরন

১২। মক্কেল বিষয়ক তথ্য ঃ

প্রধান মক্কেলের নাম ও ঠিকানা

নাম	প্রদত্ত সেবার ধরণ

১৩। যদি আবেদনকারী প্রথমবারের মত মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায়ে জড়িত হইতে চায়, তাহা হইলে মূল ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

মূল ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রাক্তন পদ	মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা

১৪। যদি আবেদনকারী প্রথমবারের মত মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায়ে জড়িত হইতে চায়, তাহা হইলে কোম্পানীর ব্যবসার পরিকল্পনা, পরিকল্পিত ব্যবসার বিবরণ এবং আয়ের উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

১৫। ভৌত সুবিধাদি যেমন কম্পিউটার, ইকুইটি গবেষণা ও ডাটাবেস যাহা আবেদনকারীর কাছে আছে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

১৬। আবেদনকারীর প্রদত্ত সেবার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষংগিক তথ্য।

১৭। আর্থিক তথ্য

১৮। মূলধন কাঠামো

(লাখ টাকায়)

	চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর
(ক) পরিশোধিত মূলধন			
(খ) ফ্রি রিজার্ভ (রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ছাড়া)			
(গ) মোট (ক)+(খ)			

নোটঃ [১][১ ও ২]

১৯। সম্পদ সংস্থানঃ

	চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর

(লাখ টাকায়)

(ক) স্থির সম্পদ
(খ) প্লান্ট, মেশিনারী এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি
(গ) উল্লেখিত (Quoted) বিনিয়োগ
(ঘ) অনুল্লেখিত (Unquoted) বিনিয়োগ
(ঙ) তরল সম্পদের বিবরন
(চ) অন্যান্য

(কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিনিয়োগ, ঋণ ও অগ্রিম নেওয়া হইলে এবং সেখানে কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের/পরিচালকদের কোন স্বার্থ থাকিলে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে)।

২০। আয়ের প্রধান উৎসসমূহ ঃ

(লাখ টাকায়)

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১, তারিখ ১৬ জুন ২০০৮ এর এর মাধমে বাতিল করা হইয়াছে, যাহা ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর	ইস্যুর শতকরা হিসাবে ফি

(ক) ইস্যু ব্যবস্থাপনা

(খ) অবলিখন (আন্ডাররাইটিং)

(গ) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

(ঘ) বিনিয়োগ উপদেষ্টা

(ঙ) অন্যান্য

* এক ইস্যু হইতে অন্য ইস্যুতে মার্চেন্ট ব্যাংকারের ফি-এর পার্থক্য হইতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে ফি-এর রেঞ্জ উল্লেখকরিতে হইবে।

নোটঃ অনুগ্রহপূর্বক তিন বছরের ধারাবাহিক নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করুন। নিরীক্ষা করা হয় নাই এমন বিবরণী পেশ করিলে, কারণ প্রদর্শন করুন। যদি নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক হিসাবে ন্যূনতম নীট পুঁজি না থাকে তাহা হইলে পরবর্তী নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।

২১। প্রধান শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা (যাহারা ৫% এবং বেশী শেয়ারের মালিক তাহারা এবং তাহাদের সহযোগী) শুধুমাত্র লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শেয়ারহোল্ডিং-এর তারিখঃ---------------------------------------

শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ার সংখ্যা	কোম্পানীর মূলধন

২২। আবেদনকারীর প্রধান ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানাঃ

২৩। নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানাঃ

২৪। অন্যান্য তথ্য

২৫। মীমাংসিত ও অমীমাংসিত সকল বিরোধের বিবরণঃ

বিরোধের ধরণ	পক্ষের নাম	অমীমাংসিত/মীমাংসিত

২৬। আবেদনকারী, কোন পরিচালক অথবা কোন প্রধান ব্যবস্থাপক গত তিন বৎসরের মধ্যে অর্থ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগে অভিযুক্ত বা জড়িত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ

ঘোষণাপত্র

এই ঘোষণা অবশ্যই দুইজন পরিচালক [১][*] কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

আমি/আমরা এই মর্মে নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত করিতেছি। আমি/ আমরা নিশ্চয়তা দিতেছি যে, আমি/আমরা সত্যিকার ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপরোক্ত প্রশ্নমালার উত্তর দান করিয়াছি এবং আমার/আমাদের নিবন্ধীকরণের উদ্দেশ্যে সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করিয়াছি।

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে বর্ণিত তথ্যাবলী পূর্ণাঙ্গ এবং সত্য।
আবেদনকারী নিজে অথবা তাহার পক্ষে ....

[১] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১, তারিখ ১৬ জুন ২০০৮ এর এর মাধ্যমে বাতিল করা হইয়াছে, যাহা ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(আবেদনকারীর নাম)

....	....
পরিচালক/অংশীদার অথবা ব্যক্তিমালিক	পরিচালক/অংশীদার অথবা ব্যক্তিমালিক
নাম (বড় হাতের অক্ষর)	নাম (বড় হাতের অক্ষর)
....	....
তারিখ...............................	তারিখ...............................

ফরম পূরণের জন্য নির্দেশাবলী ঃ

১। আবেদন পূর্ণাঙ্গ হইতে হইবে।

২। সংশ্লিষ্ট [1][বিধিমালার] বিধান অনুসরণে আবেদন পূরণ করিতে হইবে।

৩। অসম্পূর্ণ আবেদন বিবেচনা করা হইবে না।

৪। আবেদনের জবাব টাইপকৃত হইতে হইবে।

৫। আবেদনের সহিত দাখিলতব্য তথ্য আলাদাভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৬। আবেদনে সব স্বাক্ষর মূল স্বাক্ষর হইতে হইবে।

ফরম-'খ'

মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট

[[1](বিধি) ৭ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন .... কে ইস্যু ম্যানেজার/অবলেখক/ পোর্টফোলিও ম্যানেজার-এর কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য অত্র মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিল।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) [1][বিধিমালা], ১৯৯৬ এর বিধান অনুযায়ী বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত এই সার্টিফিকেট বলবৎ থাকিবে।

[2][নিবন্ধন সার্টিফিকেটের শর্তাবলী

১। সার্টিফিকেট প্রাপক এই নিবন্ধন সার্টিফিকেট বিক্রয়, দান, বন্ধক, লীজ বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ করিতে কিংবা অন্য কাহাকেও এই সার্টিফিকেটের অধীনে উহার কার্যক্রম করিতে দিতে পারিবেনা, এবং অন্য কেহ এই সার্টিফিকেটের অধীন উক্তরূপ কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

২। মূল নিবন্ধন সার্টিফিকেট অথবা ইহার সত্যায়িত কপি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে সর্বসাধারণের অবলোকনের জন্য দর্শনীয়ভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

৩। নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ হইতে অনধিক ৬(ছয়) মাসের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে, এবং এই কার্যক্রম শুরু করার ৭(সাত) দিনের মধ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৪। নিবন্ধন সার্টিফিকেট আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নিবন্ধিত ঠিকানায় ইস্যুকৃত হইলেও একই ঠিকানায় অথবা অপর কোন ঠিকানায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের মার্চেন্ট ব্যাংকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবসায়িক কার্যালয় বা প্রধান শাখা (যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন) স্থাপন করিবার পূর্বে কমিশনের অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

---

[1] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[2] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/২৮, তারিখ, ৫ এপ্রিল ২০০৭ এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে মে ৩০, ২০০৭ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। ইস্যু ম্যানেজার/পোর্টফোলিও ম্যানেজার/মার্চেন্ট ব্যাংকার উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন শাখা খোলা অথবা শাখা স্থানান্তরের প্রস্তাব, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনসহ, কমিশনের পূর্বানুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

৬। এই নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা পরিচালকগণ কর্তৃক ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপীত লকইন (Lock-in), অর্থাৎ উহাদের উদ্যোক্তা/পরিচালকগণ কর্তৃক ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ার ৩(তিন) বছরের মধ্যে হস্তান্তর না করার বিধান ইতোমধ্যে কার্যকর হইয়া থাকিলে কিংবা উহা কার্যকরীর পর্যায়ে থাকিলে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকের জন্য নতুন করিয়া লকইন আরোপ প্রযোজ্য হইবে না।

৭। ইস্যু ম্যানেজার/পোর্টফোলিও ম্যানেজার/মার্চেন্ট ব্যাংকার এর কোন উদ্যোক্তা/পরিচালক, অংশীদার/স্বত্বাধিকারী অথবা প্রতিষ্ঠানটি স্বয়ং কোন স্টক এক্সচেঞ্জ এর ডিলার/ব্রোকার হিসাবে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে না।

৮। কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসাবে কর্মরত থাকে সেক্ষেত্রে উহার মার্চেন্ট ব্যাংকিং ইউনিট এর জন্য পৃথক হিসাব বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে। উক্ত হিসাব বহি/আর্থিক বিবরণীতে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের সুস্পষ্ট প্রতিফলন থাকিতে হইবে। সমূদয় আর্থিক বিবরণী একটি চাটার্ড একাউন্টেন্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে এবং এই মর্মে প্রত্যায়নকৃত হইতে হইবে যে আলোচ্য আর্থিক বিবরণীর ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত বিধানাবলী যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়াছে।

৯। নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংঘ-স্মারক ও সংঘ বিধি তথা উহার গঠনতন্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন লেটার অব ইন্টেন্ট এ উল্লিখিত শর্তাবলী, Securities and Exchange Ordinance, 1969. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর অধীন সকল ধারা, উপ-ধারা ও বিধি-বিধান এবং উক্ত আইন, Ordinance এবং বিধিমালার অধীনে সময় সময় জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সকল শর্ত ও নির্দেশাবলী এই নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপক কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালন বাধ্যতামূলক।

১০। নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংঘ-বিধি কিংবা গঠনতন্ত্রে মার্চেন্ট ব্যাংক সংক্রান্ত কোন ধারা বা উপ-ধারার পরিবর্তন/পরিবর্ধনের পূর্বে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

[১][১১। ইস্যু ম্যানেজার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার তাহাদের জন্য প্রযোজ্য নিম্নোক্ত কার্য অবশ্যই সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) ইস্যু ম্যানেজার কর্তৃক ধারাবাহিক পূর্ণ দুইটি ইংরেজী পঞ্জিকা বৎসরে (যাহা ১ জানুয়ারি ২০১০ হইতে গণনা করা হইবে) পুঁজি বাজারে আনয়নের জন্য ন্যূনতম ১ (এক)টি পাবলিক ইস্যুর দালিলিক (documented) প্রস্তাব কমিশনে দাখিল করা।

(খ) পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা বৎসরে নিজস্ব পোর্টফোলিও'র অতিরিক্ত ন্যূনতম ৫(পাঁচ)টি নতুন মক্কেলের পোর্টফোলিও গঠন করা।

(গ) মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা বৎসরে নিজস্ব পোর্টফোলিও'র অতিরিক্ত ৫(পাঁচ) টি নতুন মক্কেলের পোর্টফোলিও গঠন এবং ধারাবাহিক পূর্ণ দুইটি ইংরেজী পঞ্জিকা বৎসরে (যাহা ১ জানুয়ারি ২০১০ হইতে গণনা করা হইবে) পুঁজি বাজারে আনয়নের জন্য ন্যূনতম ১ (এক)টি পাবলিক ইস্যুর দালিলিক (documented) প্রস্তাব কমিশনে দাখিল করা ।]।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে

স্থানঃ

তারিখঃ

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১-৩৯ তারিখ ২০ এপ্রিল, ২০০৯ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা মে ১৮, ২০০৯ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরম-‘গ’

([1][বিধি] ১৭ দ্রষ্টব্য)

পোর্টফোলিও ম্যানেজার-এর সার্টিফিকেট এর আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নামঃ--

২। যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামঃ---------------------------

টেলিফোন নং---

ফ্যাক্স নংঃ---

৩। আবেদনকারীর বিবরণঃ

(ক) ব্যবসার প্রধান স্থান/রেজিস্টার্ড অফিস--

পোস্টাল কোড---টেলিফোননং--

টেলেক্স নং---ফ্যাক্স নং---

(খ) যোগাযোগের জন্য ঠিকানা-- পোস্টাল কোড --- টেলিফোন নং-----------------------------------

টেলেক্স নং---ফ্যাক্স নং--

শাখা অফিসের ঠিকানা ঃ ------------------------------------

৪। সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(ক) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের কাজ ও দায়িত্ব (চার্ট সংযুক্ত করিতে হইবে)।

(খ) সংক্ষিপ্তভাবে উদ্দেশ্য
(মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেল অব এ্যাসোসিয়েশন সংযুক্ত করিতে হইবে)।

(গ) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণের সন ও তারিখ

দিন মাস বৎসর স্থান

(ঘ) আবেদনকারীর আইনগতঃ অবস্থান (status)

[1][আবেদনকারী] যদি তালিকাভুক্ত হয়, তাহা হইলে যে স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সে স্টক এক্সচেঞ্জের নাম ও সর্বশেষ শেয়ার দর উল্লেখ করিতে হইবে)।

(ঙ) পরিচালক/অংশীদার/মালিক এবং মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের বিবরণঃ

(চ) সহযোগী সংস্থার নাম ও কার্যাবলীঃ

কোম্পানীর/ ফার্মের নাম	ঠিকানা/ ফোন নং	কাজের ধরণ	মালিকানা বৃত্তান্ত	আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধরন ও পরিমাণ	উদ্যোক্তা/ পরিচালকদের স্বার্থের ধরন	আবেদনকারী কোম্পানীর স্বার্থের ধরন

[1] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১, তারিখ ১৬ জুন ২০০৮ এর এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। **ব্যবসা বিষয়ক তথ্য ঃ**

(ক) ইতিহাস, প্রধান ঘটনা, বর্তমান কাজের তালিকা

(খ) প্রস্তাবিত ব্যবসা পরিকল্পনা এবং তাহা অর্জনের উপায়

(গ) অনুমিত লাভ (পরবর্তী তিন বছর) ভৌত লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের কর্ম পরিকল্পনা, প্রত্যাশিত আয়।

৬। **আর্থিক তথ্য ঃ**

৭। **মূলধন কাঠামো ঃ**

(লাখ টাকায়)

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর

(ক) পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital)

(খ) ফ্রি রিজার্ভ (রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ছাড়া)

(গ) মোট (ক)+(খ)

নোটঃ [১][১. ও ২.]

৮। **সম্পদ সংস্থানঃ**

(লাখ টাকায়)

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর

(ক) স্থির সম্পদ

(খ) প্লান্ট, মেশিনারী ও অফিস যন্ত্রপাতি

(গ) বিনিয়োগ (বিস্তারিত পৃথক ভাবে দিতে হইবে)

(ঘ) অন্যান্য

৯। **প্রদান আয়ের উৎসসমূহঃ**

(লাখ টাকায়)

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর

১০। **নীট লাভঃ**

(লাখ টাকায়)

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর

১১। **প্রধান ব্যাংকারগনের নাম ও ঠিকানা**

১২। **নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা**

১৩। **অন্যান্য তথ্য**

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১, তারিখ ১৬ জুন ২০০৮ এর এর মাধ্যমে বাতিল করা হইয়াছে, যাহা ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৪। **সকল মীমাংসিত ও অমীমাংসিত বিরোধের বিবরণ ঃ**

বিরোধের ধরন পক্ষের নাম অমীমাংসিত/মীমাংসিত

১৫। অর্থ ও সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত প্রতারণা, বিশ্বাসভংগ, জালিয়াতি, মিথ্যা প্রতিবেদন, ঘুষ, অপব্যবহার ও কারচুপিমূলক অপরাধে দন্ডিত বা যুক্ত থাকিলে উহার বর্ণনা।

১৬। কোন স্টক এক্সচেঞ্জ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খেলাপী বা স্থগিত ঘোষিত হইয়াছে এমন কোন মাধ্যমের সাথে ব্যবসা থাকিলে উহার বর্ণনা।

১৭। কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত অন্য কোন কাজের প্রাসঙ্গিক বিবরণ।

১৮। **ব্যবসা তথ্যঃ**

(ক) প্রস্তাবিত বা চলমান কাজের বিবরণ।

(খ) পোর্টফোলিও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধাদির বর্ণনা।

(গ) গত বছরের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিবরণ এবং আগামী বছরের প্রস্তাবিত পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিবরণ (মক্কেলের সাথে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা চুক্তির একটি নমুনা কপি সংযুক্ত করুন)।

(ঘ) অনুমোদিত স্টক-ব্রোকারদের তালিকা যাহারা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে অংশ নিয়াছিলেন তাহাদের কেউ কোন- স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খেলাপী বা স্থগিত ঘোষিত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

(ঙ) মক্কেল ও স্কীমভিত্তিক পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা সেবার হিসাব পদ্ধতি।

(চ) বিভিন্ন গবেষণা ও ডাটাবেইস সুবিধাদির বিবরণ।

১৯। **অভিজ্ঞতাঃ**

(ক) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কাজে অভিজ্ঞতা, সময়ের উল্লেখসহ।

(খ) অন্যান্য আর্থিক সেবা কারবার সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা (সময়, পরিধি (scope), কাজ শুরুর তারিখসহ)

(গ) গত বৎসরে সম্পাদিত ব্যবসাঃ

ঘোষণাপত্র

এই ঘোষণা অবশ্যই দুইজন পরিচালক [১][*] কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

আমি/আমরা এই মর্মে নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত করিতেছি। আমি/আমরা নিশ্চয়তা দিতেছি যে, আমি/আমরা সত্যিকার ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপরোক্ত প্রশ্নমালার উত্তর দান করিয়াছি এবং আমার/আমাদের নিবন্ধীকরণের উদ্দেশ্যে সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করিয়াছি।

আবেদনকারী নিজে অথবা তাহার পক্ষে ....

(আবেদনকারীর নাম)

....	....
পরিচালক/অংশীদার অথবা ব্যক্তিমালিক	পরিচালক/অংশীদার অথবা ব্যক্তিমালিক
নাম (বড় হাতের অক্ষর)	নাম (বড় হাতের অক্ষর)
....	....
তারিখ................................	তারিখ................................

[১] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/৩১, তারিখ ১৬ জুন ২০০৮ এর এর মাধমে বাতিল করা হইয়াছে, যাহা ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরম পূরণের জন্য নির্দেশাবলীঃ

১। আবেদন পূর্ণাঙ্গ হইতে হইবে।

২। সংশ্লিষ্ট [1][বিধিমালার] বিধান অনুসরণে আবেদন পূরণ করিতে হইবে।

৩। অসম্পূর্ণ আবেদন বিবেচনা করা হইবে না।

৪। আবেদনের জবাব টাইপকৃত হইতে হইবে।

৫। আবেদনের সহিত দাখিলতব্য তথ্য আলাদাভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৬। আবেদনে সব স্বাক্ষর মূল স্বাক্ষর হইতে হইবে।

[2][তফসিল

[বিধি৩৬ দ্রষ্টব্য]

মার্জিন ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা

১। **মার্জিন ঋণ একাউন্ট (Margin Loan Account)।**-(ক) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) গ্রাহকের নামে মার্জিন ঋণ হিসাব খুলিবে।

(খ) মার্জিন ঋণ হিসাব Discretionary ও Non-discretionary হইতে পারিবে।

(গ) Discretionary হিসাব বলিতে সেই হিসাবকে বুঝাইবে যে ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক গ্রাহক তাহার পক্ষে বিনিয়োগ কার্যক্রমসহ মার্জিন ঋণ হিসাব পরিচালনার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংককে (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) সার্বিক কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং Non-discretionary হিসাব বলিতে সেই হিসাবকে বুঝাইবে যে ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক গ্রাহক সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাধীন বিনিয়োগ কার্যক্রমসহ মার্জিন ঋণ হিসাব পরিচালনা করে।

(ঘ) প্রতিটি মার্জিন ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রাহক নিজ নামে একটি এবং অন্য গ্রাহকের সাথে যৌথনামে একটি হিসাব খুলিতে পারিবে। উভয় হিসাব এর মধ্যে আন্তঃ তহবিল স্থানান্তর করা যাইবে, তবে কোন সিকিউরিটি (জড় বা অজড়) আন্তঃস্থানান্তর করা যাইবে না।

(ঙ) মার্জিন ঋণ হিসাব পরিচালনার ঝুঁকি একান্তই গ্রাহকের। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পূর্ব নির্ধারিত কোন আয় প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদের সদস্য, ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, তাহাদের পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, জামাতা, পুত্রবধূ এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য আত্মীয়কে মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে না।

২। **দলিলাদি সম্পাদন (Documentation)।-** মার্জিন ঋণ হিসাব খোলার সময় মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) গ্রাহকের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিবে, যাহাতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এবং এই তফসিলে উল্লিখিত মার্জিন সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রতিপালন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বর্ণনা থাকিবে।

---

[1] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

[2] প্রজ্ঞাপন নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন/০১-২৯ তারিখ ০২ অক্টোবর ২০০৭ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা বাংলাদেশ গেজেটে অক্টোবর ১১, ২০০৭ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **মার্জিন ঋণ হিসাব এ ন্যূনতম ইক্যুইটি (Minimum Equity in Margin Loan Account)।-** মার্জিন ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইক্যুইটি কত হইবে তাহা মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) নির্ধারণ করিবে।

৪। **মার্জিন ঋণ হিসাব এ জমাযোগ্য সিকিউরিটি (Marginable Security)।-** (১) মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সিকিউরিটি মার্জিনেবল সিকিউরিটি হিসাবে বিবেচিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) তালিকাভূক্ত সাধারণ শেয়ার (Listed Common Stock);

(খ) তালিকাভূক্ত (Listed) কর্পোরেট বন্ড ও ডিবেঞ্চার;

(গ) ওপেন এন্ড (Open end) ও তালিকাভূক্ত ক্লোজড এন্ড (Listed Closed end) মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট;

(ঘ) সরকারী সিকিউরিটি (Government Security);

(ঙ) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত মার্জিনেবল সিকিউরিটি।

(২) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উপরিউল্লিখিত সিকিউরিটির মধ্য হইতে তাহাদের পছন্দ অনুযায়ী সিকিউরিটি বা ইনস্ট্রুমেন্টের তালিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫। মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ।- মার্জিনেবল সিকিউরিটির বিপরীতে মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার), অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা-

(ক) বিনিয়োগ নিরাপত্তা;

(খ) সিকিউরিটির ফান্ডামেন্টালস্ বা মৌলিক বিষয়;

(গ) সিকিউরিটির তারল্য/বিপণনযোগ্যতা;

(ঘ) যুক্তিসঙ্গত আয়;

(ঙ) মূলধন প্রবৃদ্ধি (Capital appreciation);

(চ) ঝুঁকির উপাদানসমূহ (Risk factors);

(ছ) করারোপের প্রভাব।

৬। **মার্জিন ঋণ (Margin Loan)।-** (১)মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মার্জিন ঋণ প্রদান করিবে।

(২) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) মার্জিন ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম মার্জিন প্রয়োগ (Minimum Margin Requirement) সংক্রান্ত নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে যাহাতে বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা মার্জিন কল (Margin Call) এড়ানো যায়।

(৩) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) কর্তৃক মার্জিন ঋণ (Margin Loan) প্রদানের বিপরীতে গ্রাহকের নিকট হইতে নির্ধারিত সুদ ও অন্যান্য চার্জ (charge) আদায় করিতে পারিবে যাহা উহার গ্রাহককে পূর্বেই জানাইয়া রাখিবে।

(৪) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার), অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব মার্জিন মনিটরিং গাইডলাইন প্রস্তুত করিবে, যথাঃ-

(ক) ন্যূনতম মার্জিন প্রয়োগ;

(খ) মার্জিন কল বা বাধ্যতামূলক বিক্রয়;

(গ) আন্ডার মার্জিন (Under margined) হিসাবের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) ক্রয় ক্ষমতা নিরুপণ পদ্ধতি;

(ঙ) তহবিল ও সিকিউরিটি প্রত্যাহার পদ্ধতি।

(৫) একই দিনে সম্পাদিত সকল লেনদেন, লেনদেনের তারিখের ভিত্তিতে একত্রিত করিতে হইবে এবং মোট ক্রয়মূল্য বা বিক্রয়লব্ধ আয়, যাহাতে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) এর কমিশন ও খরচাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, মার্জিন নিরুপণের জন্য বিবেচিত হইবে।

৭। **পোর্টফোলিও/সিকিউরিটির বাজারমূল্য নির্ধারণ।-** (১) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) মার্জিন প্রয়োগ (Margin Requirement) নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্বতিতে পোর্টফোলিও/সিকিউরিটির বাজার মূল্য নিরুপণ করিবে, যথা ঃ -

“ Closing Price of the Securities + Net Asset Value (NAV)’’

(২) বুক ক্লোজার/রেকর্ড ডেট মোতাবেক প্রাপ্য সকল কর্পোরেট বেনিফিট, যেমন লভ্যাংশ, বোনাস, রাইট ইত্যাদি পোর্টফোলিও এর মূল্যের সহিত সংযোজিত হইবে।

(৩) সরকারী সিকিউরিটি এবং ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর সিকিউরিটির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব না হইলে সেক্ষেত্রে উহাদের বাজারমূল্য নিরুপণের জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিষয়ভিত্তিক বিবেচনা প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

৮। **পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণ (Portfolio Diversification)**।- Discretionary হিসাব এর ক্ষেত্রে নিজের ও গ্রাহকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত নিজস্ব নীতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **মার্জিন রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance of Margin Requirement)**।- কমিশন কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশিত না হইলে, মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) মার্জিন প্রয়োগ রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance of Margin Requirement) এর ব্যাপারে নিজস্ব নীতিমালা অনুসরন করিবে।

১০। **সিকিউরিটির রক্ষক (Custodian of Security)**।- **(১)** মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) মার্জিন ঋণ হিসাব এ অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটির কাস্টডিয়ান বা রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে। গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অথবা ক্রয়কৃত সিকিউরিটি Omnibus অথবা Individual হিসাব এ সংরক্ষিত হইবে, তবে Omnibus হিসাব এর ক্ষেত্রে গ্রাহকের মালিকানা অনুযায়ী পৃথকভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) গ্রাহকের মার্জিন ঋণ হিসাব এ রক্ষিত সিকিউরিটি নিজস্ব ঋণ গ্রহনের জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে না।

(৩) মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) নিজেদের বিনিয়োগ গ্রাহকের বিনিয়োগের সহিত একীভূত করিবে না এবং পৃথকভাবে গ্রাহকের নিকট হইতে গৃহীত তহবিল ও সিকিউরিটি এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষন করিবে।

(৪) গ্রাহকের হিসাব হইতে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) নিজস্ব বিনিয়োগ হিসাব সংশ্লিষ্ট লেনদেন ও back office functions স্বচ্ছ ও প্রয়োগিকভাবে পৃথক রাখিবে।

১১। **হিসাব বন্ধকরণ (Closure of Accounts)**।- গ্রাহকের নিকট হইতে অন্যূন ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) গ্রাহকের হিসাব বন্ধকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং সকল বকেয়া দায় সমন্বয়ের পর গ্রাহককে প্রাপ্য তহবিল অথবা সিকিউরিটি ফেরৎ প্রদান করিবে। হিসাব বন্ধকরণের পরবর্তীতে যদি কোন তহবিল বা সিকিউরিটি, লভ্যাংশ, রাইট বা বোনাস ইস্যুর মাধ্যমে বা অন্য যে কোনভাবে উক্ত হিসাব এ প্রদেয় হয় বা প্রাপ্তি ঘটে, সেই ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) তাহা গ্রাহককে প্রদানের নিমিত্ত একটি Suspense Account এ সংরক্ষণ করিবে।

১২। **প্রভিশনিং (Provisioning)**।- পুঁজিবাজারের অস্থিতিশীলতার বিপরীতে সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) হিসাব বর্ষ শেষে মোট বকেয়ার ১% সাধারণ সঞ্চিতি (General Provision) করিতে **পারিবে**।

১৩। **কমিশন এর নিকট তথ্য দাখিল**।- কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও ফরম্যাট অনুযায়ী মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) মার্জিন ঋণ সংক্রান্ত তথ্য কমিশনে দাখিল করিবে।

১৪। **আদেশ বা নির্দেশ প্রদান**।- কমিশন, জনস্বার্থে, যে কোন সময় এই নির্দেশনায় উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।]

সুলতান-উজ-জামান খান
চেয়ারম্যান,
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
[১]মঙ্গলবার, জুলাই ৩০, ১৯৯৬
৮ম খন্ড- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৬ইং

নং-এসইসি/শাখা-৭/আইন/৯৪-৪/১১৪-সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) [২][বিধিমালা], ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং-৫৯ আইন/৯৬ তারিখ ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৬)-এর [২][বিধি] ৬ ও ১৯-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর নিম্নরুপ মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ধারণ করিল, যথাঃ-

১। একজন আবেদনকারী, অবলেখন (আন্ডাররাইটিং) ব্যতিত কোন ইস্যু ব্যবস্থাপনায় যিনি নিয়োজিত হইতে আগ্রহী,তাহার ন্যূনতম পঁচিশ (২৫) লক্ষ টাকার মূলধন থাকিতে হইবে।

২। একজন আবেদনকারী যিনি ইস্যু অবলেখন (আন্ডাররাইটিং) করিতে আগ্রহী তাহার ন্যূনতম এক কোটি টাকা মূলধন থাকিতে হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, একজন মার্চেন্ট ব্যাংকার কোন সময়েই সর্বসাকুল্য তাহার মূলধনের পাঁচ গুণের বেশী অবলেখন (আন্ডাররাইটিং) করিতে পারিবেন না।

৩। একজন আবেদনকারী যিনি পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসাবে কাজ করিতে আগ্রহী তাহার ন্যূনতম এক কোটি টাকার মূলধন থাকিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার কোন সময়েই তাহার মূলধনের সমষ্টিগতভাবে পাঁচ গুনের বেশী পোর্টফোলিও তহবিল ব্যবস্থাপনা করিবেন না।

৪। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, ইস্যু ব্যবস্থাপনা এবং অবলেখন (আন্ডাররাইটিং) করিতে আগ্রহী কোন আবেদনকারীর ন্যূনতম সর্বমোট দুই কোটি টাকা মূলধন থাকিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, একজন মার্চেন্ট ব্যাংকার ইস্যু অবলেখন (আন্ডাররাইটিং) ও পোর্টফোলিও তহবিল ব্যবস্থাপনা সমষ্টিগতভাবে কোন সময়েই মূলধনের পাঁচ গুনের বেশী করিবেন না।

সুলতান-উজ জামান খান
চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন।]

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন/০১-৩৬ তারিখ ১২ জানয়ারি, ২০০৯ইং দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে, যাহা মার্চ ৩০, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।
[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

বি.দ্র. এই প্রজ্ঞাপনের কোন কার্যকারিতা নেই। ইহা প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন/০১-৩৬ তারিখ, ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ এর দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে, যাহা মার্চ ৩০, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ৩০, ১৯৯৬

৮ম খন্ড- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৬ইং

নং-এসইসি/শাখা-৭/আইন/৯৪-৪/১১৫-সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) [১][বিধিমালা], ১৯৯৬ (এস, আর, ও, নং ৫৯ আইন/৯৬ তারিখ ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৬)-এর [১][বিধি] ৫(খ) ও ১৮(খ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর নিম্নরুপ ন্যূনতম লোকবল ও সংশ্লিষ্ট কাজে তাহাদের অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করিল, যথাঃ-

১। সরকার স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে আবেদনকারী বা প্রধান কর্মকর্তার ন্যূনতম স্নাতক শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

২। আবেদনকারীর অধীনে ন্যূনপক্ষে দুইজন লোক চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিতে হইবে যাহারা মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর কাজ করিবার মত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

সুলতান-উজ জামান খান
চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/রেজিঃ/প্রঃ/মাব্যা/২০০০/৭৪৭,তারিখ ২৪শে অক্টোবর ২০০০ইং এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা বাংলাদেশ গেজেটে নভেম্বর ৭, ২০০০ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
সোমবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯৮

৮ম খন্ড- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

নং-এসইসি/শাখা-৭/৯৮-১৩৯–সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ২৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন কর্তৃক এতদ্বারা উক্ত আইনের ১০(১) ধারার বিধান হইতে মার্চেন্ট ব্যাংকার পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে [ব্যক্তি অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ এর ধারা ২(১)(ঝ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিকে বুঝাইবে] ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হইল।

এম, এ, সাঈদ
চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৩০, ২০০৯

৮ম খন্ড- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৬, ১৭ ও ২১ তলা)

১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ ইং

নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন/০১-৩৬–সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং ৫৯ আইন/৯৬, তারিখ ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৬) এর বিধি ৬ এবং ১৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত উহার প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/শাখা-৭/আইন/৯৪-৪/১১৪, তারিখ ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৬ইং (যাহা বাংলাদেশ গেজেটে ৩০ জুলাই, ১৯৯৬ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে) এতদ্বারা বাতিল করিল।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

ফারুক আহমদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান।